পঞ্চম দার্‌স

الدرس الخامس

‘প্রকাশ্যে দাওয়াতঃ

الدعوة الجهرية

এ ভাবে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-৩ বছর পর্যন্ত ব্যক্তিগত দাওয়াতের গোপন ব্রতে ব্যস্ত থাকেন।অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসে যে,

“আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দেন, যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরোয়া করবেন না।” (সূরা হিজ্‌র ৯৪) এ আদেশ পেয়ে এক দিন তিনি সাফা পর্বতে আরোহণ ক’রে কুরাইশ- দেরকে ডাক দেন। তাঁর ডাক শুনে অনেক লোকের সমাগম ঘটে। তন্মধ্যে তাঁর চাচা আবু লাহাবও একজন ছিল। সে কুরাইশদের মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সব চাইতে কট্টর শত্রু ছিল। মানুষ সমবেত হবার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,আমি যদি আপনাদেরকে এ কথার সংবাদ দিই যে, পাহাড়ের পেছনে এক শত্রুদল আপনাদের উপর আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করছে।আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন? সবাই এক স্বরে বললো, আমরা আপনার মধ্যে সততা ও সত্যবাদিতা ছাড়া কিছুই দেখিনি। তিনি বললেন, আমি আপনাদেরকে কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি। অতঃপর তিনি তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করলেন এবং মূর্তিপূজা বর্জন করতে বললেন। একথা শুনে আবুলাহাব রাগে ক্ষেপে উঠে বললো, তোমার ধ্বংস হোক। এ জন্যেই কি আমাদেরকে একত্রিত করেছো? এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ সূরা লাহাব অবতীর্ণ করেন। যাতে বলা হয়েছে,

“আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে। কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে। সত্বর সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও যে ইন্ধন বহন করে। তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।” (সূরা লাহাব ১-৫) রাসূলুল্লাহ-ﷺ-দাওয়াতী কাজ পুরো দমে অব্যাহত রাখলেন। মানুষের সভাস্থলে তিনি প্রকাশ্যভাবে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতেন। তিনি কা’বা শরীফের নিকটে নামায আদায় করতেন। মানুষের সমাবেশে তিনি উপস্থিত হতেন। তিনি বাজারে মুশরিকদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতেন। এ কারণে তিনি বহু কষ্টের শিকার হতেন। মুসলিমদের উপরে কাফেরদের অত্যাচার ও নিপীড়নের মাত্রা বেড়ে গেলো। ইয়াসের, সুমাইয়্যা ও তাদের সন্তান আম্মারের বেলায় তাই ঘটেছে। আল্লাহদ্রোহীদের নির্যাতনে আম্মারের পিতা-মাতা শহীদ হোন। সুমাইয়্যা ইসলামে প্রথম শহীদের মর্যাদায় ভূষিত হোন।বিলাল ইবনে রাবাহ উমাইয়া ইবনে খালাফ ও আবূ জেহেলের অকথ্য নির্যাতনের শিকার হোন। অবশ্যই বিলাল হযরত আবূ বাকারের-ﷺ-মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ খবর শুনে তাঁর মুনিব উমাইয়া ইবনে খালাফ অত্যাচারের সব রকম পন্থা অবলম্বন করে, যাতে বিলাল ইসলাম ত্যাগ করে। কিন্তু তিনি আকঁড়ে ধরেন ইসলামকে এবং অস্বীকার করেন ইসলাম ত্যাগ করতে। উমাইয়া তাঁকে শিকলে বেঁধে মক্কার বাইরে নিয়ে গিয়ে বুকের উপর বিরাট পাথর রেখে উত্তপ্ত বালিতে হেঁচড়াইয়া টানতো। অতঃপর সে ও তার সঙ্গীরা বেত্রাঘাত করতো আর বিলাল শুধু আহাদ, আহাদ, অদ্বিতীয়, অদ্বিতীয়, বলতে থাকতেন। এহেন অবস্থায় এক বার আবূ বাকর তাঁকে দেখেন। তিনি বিলালকে উমাইয়্যার কাছ থেকে ক্রয় ক’রে আল্লাহর নিমিত্তে স্বাধীন করে দেন।

এ সব পৈশাচিক ও বর্বর অত্যাচারের কারণে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কৌশল অবলম্বন ক’রে মুসলিমদেরকে ইসলাম প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। তাদের সাথে মিলিত হতেন অত্যন্ত সংগোপনে। কেননা প্রকাশ্যভাবে মিলিত হলে মুশরিকরা রাসূলের শিক্ষা প্রদানের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। তাছাড়া দু’দলের সংঘর্ষের আশঙ্কাও ছিল। আর এ কথা সুবিদিত যে, এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে সংঘর্ষ মুসলিমদের ধ্বংস ও সমূলে বিনাশই ডেকে আনবে। কারণ মুসলিমদের সংখ্যা ও শক্তি-সামর্থ্য ছিল খুবই স্বল্প। তাই তাদের ইসলাম গোপন রাখাটাই ছিল দূরদর্শিতা। অবশ্য রাসূলুল্লাহ-ﷺ-কাফেরদের অত্যাচার সত্ত্বেও প্রকাশ্যভাবে দাওয়াত ও ইবাদতের কাজ করেযেতেন।